॥ অবতরণিকা ॥

জগদ্রামী রামপ্রসাদী রামায়ণ সম্পর্কিত বিষয়টি গবেষণার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করার আগে থেকেই আমি কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদের বাসভূমি ভুলুই গ্রামে (বাঁকুড়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত) পুঁথি অন্বেষণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর পিতা-পুত্র এই কবিদ্বয়ের রামায়ণ গ্রন্থ বাংলা ১৩০৮ সালে কালিকাপুর নিবাসী কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থে জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণের সমস্ত বিষয়বস্তু মুদ্রিত হয়নি। তাই একাজে ব্যাপৃত হয়ে কবিদ্বয়ের বংশধরদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। তাঁদের কাছে এমন দু'একটি চরণের পাঠ শুনেছি কিম্বা কবিদ্বয়ের এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়েছি, যা' প্রকাশিত রামায়ণে নেই। পরে সাহিত্যের ইতিহাসে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভূদেব চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকদের জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাঠ করি। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত মুদ্রিত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রামায়ণ রচয়িতাদ্বয় কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ সম্পর্কে-যে মন্তব্য করেছেন, তার মাধ্যমে কবিদ্বয়ের সার্থক ও যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী যুগসন্ধিক্ষণ নামে পরিচিত। কবি ভারতচন্দ্র রায় এই সময়ই "নতুন মঙ্গল" রচনা করে, সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অথচ প্রচারের অভাবে, গবেষকদের আগ্রহের অভাবে জগৎরাম ও রামপ্রসাদ লিখিত "নব্য রাম সঙ্কীর্তণে"র সার্বিক মূল্যায়ণ আজ পর্যন্ত হয়নি। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত কয়েকটি পুঁথি বহুকষ্টে সংগ্রহ করে, প্রথমেই আমি সেই সব অংশের পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ মেলাতে গিয়ে দেখি যে, পুঁথি-পাঠের সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠের বহুলাংশে অমিল রয়েছে। খণ্ডিত পুঁথিগুলির অধিকাংশের লিপিকাল বঙ্গাব্দ ১২৬০-৬৮, সুতরাং ১৩০৮ সালে প্রকাশিত মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষা সেগুলি অবশ্যই অধিক প্রামাণিক। এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে, আমি জগৎরামী-রামপ্রসাদী রামায়ণের মূল পুঁথির সন্ধানে শ্রীশিবপদ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি কবি জগৎরামের দ্বিতীয়পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদের ষষ্ঠ-উত্তর পুরুষ। শ্রীরায় আমার গবেষণা কাজে উৎসাহের পরিচয় পেয়ে, কবি জগৎরামের

জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি রামপ্রসাদের পঞ্চম উত্তর পুরুষ বর্তমানে কর্ম উপলক্ষ্যে পানাগড় নিবাসী শ্রীবীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকরার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পানাগড়ে শ্রীবীরেশ্বর রায়ের বাড়িতে একটি অতি প্রাচীন জগৎরামী - রামপ্রসাদী রামায়ণের পুঁথি আমি লাভ করি। ধর্মভীরু বৃদ্ধ শ্রীরায় পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত এই পুঁথিটি পাটা সহ লাল-কাপড়ে বেঁধে সিঁদুর চন্দন মাখিয়ে পুজো করতেন। শ্রীরায়ের মতে এটি মূল পুঁথি অর্থাৎ কবিদ্বয়ের হস্তলিখিত। (এ বিষয়ে "পুঁথি-পরিচয়ে" আমার ব্যক্তিগত মতামত লিপিবদ্ধ হয়েছে।) যাইহোক, জীর্ণ তুলট কাগজে অনুলিখিত এই পুঁথিটি কিন্তু খণ্ডিত। আদিকাণ্ডের প্রথম দিকের এবং উত্তরাকাণ্ডের শেষদিকের বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা না থাকায় এই গবেষণা কাজে অখণ্ড একটি পুঁথির সন্ধান করি। বহু সন্ধানের পর ভুলুইগ্রামের জনৈক বৃদ্ধ ডাক্তার রামকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কাছে সম্বাদ পাওয়া গেল যে, তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে তিনি, মূল পুঁথি বলে কথিত, বীরেশ্বর রায়ের পুঁথি থেকে জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণের পুঁথির অনুলিখন কাজে ব্রতী হন। অখণ্ড পুঁথিটি বর্তমানে ধানবাদ নিবাসী তাঁর ভাই-এর বাড়িতে রয়েছে। অতঃপর ধানবাদ থেকে আমি অর্বাচীন অখণ্ড পুঁথিটি লাভ করি (পুঁথি-পরিচয় দ্রষ্টব্য)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণেও যে উচ্চ আদর্শের বিশাল রামায়ণ রচিত হয়েছে, তার ওপর কাজ করার জন্য কোনো গবেষক আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসেন নি। কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ সে যুগে নয় খণ্ডে (আটটি কাণ্ড ও রামরাস) বিভক্ত রামায়ণ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন। এই রামায়ণ মুদ্রিত হয়েছে ঠিকই তবে তা আংশিক, সামগ্রিক নয়। এছাড়া পুঁথির সঙ্গে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠান্তরও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিষয়টির প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিচার করে অষ্টাদশ শতাব্দীর রামায়ণ অনুসারী কাব্য রচয়িতা কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদের সামগ্রিক মূল্যায়ণে ব্রতী হয়েছি। আমার গবেষণা নিবন্ধটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত আমি গবেষণাপত্রে বিষয় সূচীর যে আঙ্গিক অনুসরণ করেছি, তা' এখানে উদ্ধৃত হোল :-

(১) ভূমিকা। ভূমিকা অধ্যায়টি নিম্নলিখিত ন'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত -

(ক) পুথি পরিচয়, (খ) কাব্যনাম ও রীতি, (গ) কথাবস্তু (কথাবস্তু পরিচ্ছেদের শেষার্ধে পিতাপুত্র কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদের কবি প্রতিভার তুলনামূলক আলোচনা), (ঘ) কবি-কথা (বংশ পরিচয়, দেশপরিচয় ও ধর্মমত বিষয়ক আলোচনা সহ), (ঙ) রচনাকাল, (চ) তৌলন-কথা (প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, অন্যান্য রামায়ণ, বিশেষ করে অদ্ভুত রামায়ণের সঙ্গে জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা), (ছ) ভাষাবিচার (ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা), (জ) ছন্দ ও অলঙ্কার নির্ণয়, (ঝ) জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণে বৈষ্ণব প্রভাব।

(২) মূলগ্রন্থ : পুথি ভিত্তিক জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণের পাঠ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, মূল পুথি বলে কথিত প্রাচীন আদ্যন্ত খণ্ডিত আদর্শ ১নং পুথিপাঠ এতে বিশেষভাবে থাকলেও, প্রয়োজন স্থলে, আমি অখণ্ড ২নং পুথিপাঠও সংগৃহীত অন্যান্য পুথিপাঠ নকল করেছি। বানান পুথিভিত্তিক বলে অনেকক্ষেত্রে তা অশুদ্ধ আছে, অবিকল নকল পুথি-পাঠ দানের অভিপ্রায়ে বানান শুদ্ধ করিনি। তাই মূল গ্রন্থ পুথিভিত্তিক, বিশেষ করে মূল আদর্শ পুথির পাঠ, হলেও তা বিভিন্ন জগৎরামী-রামপ্রসাদী রামায়ণের পুথির পাঠ-সঙ্কলন।

(৩) পাঠ ও পাঠান্তর : এই অধ্যায়ে আমার সংগৃহীত জগদ্রামী - রামপ্রসাদী রামায়ণের বিভিন্ন পুথির পাঠান্তর ও মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে পুথির পাঠান্তর লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমেই জানা যাবে, জগদ্রামী - রামপ্রসাদী রামায়ণের কি পরিমাণ অংশ আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত রয়েছে।

(৪) শব্দসূচী ও অর্থ : এই অধ্যায়ে জগদ্রামী-রামপ্রসাদী রামায়ণে অধুনা অপ্রচলিত শব্দ ও তার অর্থ এবং বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত শব্দ ও তার অর্থ প্রদত্ত হয়েছে।

আলোচ্য চারটি অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুথিভিত্তিক পাঠ এবং প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার মাধ্যমে কবিদ্বয়ের সামগ্রিক মূল্যায়ন ও সাহিত্যের ইতিহাসে কবিদ্বয়ের স্থান নিরূপিত হয়েছে।

এই গবেষণা কাজে পুঁথিপত্র দান করে অথবা পুঁথিসংগ্রহ কাজে সহায়তা করে যাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন - সর্বশ্রী বীরেশ্বর রায়, রামকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় রায়, রামরতন রায়, শিবপদ রায়, শিবরাম রায়, স্বর্গীয় ধরনীধর রায় ও দেবু চক্রবর্তীর পরিবার বর্গ। এঁদের সকলকেই শ্রদ্ধা জানাই।

জগৎরামী রামপ্রসাদী রামায়ণের ওপর গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি বলে, সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে এবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে, বিশেষ কোনো গ্রন্থ নেই। প্রয়োজনীয় অন্যান্য যে সমস্ত গ্রন্থ আমার গবেষণা বিষয়ে কাজে লেগেছে, তা যথাস্থানে উল্লেখ করেছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে এই গবেষণা কাজে উৎসাহ দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে ড: জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ড: বিজিতকুমার দত্ত, ড: শক্তিব্রত ঘোষ এবং ড: দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম আমাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার ও পুঁথিশালার অধ্যক্ষ ড: রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গবেষণা কাজে আমার গবেষণা- নির্দেশক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে, বছরের পর বছর প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে, যথাস্থানে যথোচিত পরামর্শ দান করে এবং সস্নেহে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এই বিশাল কাজকে সহজতর ও সফলপ্রসূ করে তুলেছেন। অগ্রজ প্রতিম এই গুণী অধ্যাপককে আমার আন্তরিক প্রণাম নিবেদন করি। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

পরিশেষে বলি, সর্বপ্রথম যিনি আমাকে জগৎরামী - রামপ্রসাদী রামায়ণ বিষয়ে গবেষণা কাজে উৎসাহ দান করেছিলেন এবং এই গবেষণাপত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করলে, যিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাবেন, তিনি আমার মা শ্রীমতী কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অবিরত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই গবেষণার কাজ ত্বরান্বিত হয়ে, সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সহায়তা করেছেন , তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। পৃথক পৃথকভাবে নাম উল্লেখ করে , অবতরণিকা অংশ বৃদ্ধি করতে চাইনা।

আমি গবেষণা পত্রে নির্দিষ্ট বিষয়সূচী ছাড়াও প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় পুঁথি পৃষ্ঠার (জগদ্রামী রামপ্রসাদী রামায়ণের পুঁথি ছাড়াও , স্থল বিশেষে , দুর্গাপঞ্চরাত্রি , আত্মবোধ , কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু , শিবলীলামৃতসিন্ধু কাব্যের পুঁথি) অনুলিপি (Xerox copy) যুক্ত করেছি। ভুলুই গ্রামে কবি জগৎরাম রায় প্রতিষ্ঠিত দুর্গামন্দির ছাড়াও সেখানের শিবমন্দির , রামচন্দ্রের মন্দির , কবির বাস্তুভিটা ইত্যাদির আলোকচিত্র (Photograph) প্রদত্ত হয়েছে।

পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)